দৈনিক ইত্তেফাক

41

তারিখ 19 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

পাবলিক পরীক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের বর্তমান পাবলিক পরীক্ষা (এস, এস,সি ও এইচ,এস,সি) পদ্ধতিতে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। এ লক্ষ্যেই প্রথমেই প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করিয়া বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। শিক্ষা বোর্ডগুলির পক্ষ হইতে ইতিমধ্যে এ নূতন পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের সংস্কার সম্পর্কে দেশের সকল স্কুল কলেজের প্রধানদিগকে বিজ্ঞপ্তির

(১০ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক পরীক্ষা

(শেষ পৃঃ পর)

মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বছর (১৯৯৬) সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এ নূতন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াও জানাইয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড হইতে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, আগামী বছরের এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সমগ্র শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী হইতে থাকিবে। পূর্ববর্তী পরীক্ষায় সিলেবাসের যে যে অংশ হইতে প্রশ্ন করা হইয়াছিল পরবর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সেসব অংশ বাদ দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের পুনরাবৃত্তি হইবে। তবে প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও মান বন্টন অপরিবর্তিত থাকিবে। কিন্তু প্রশ্নের গতানুগতিক ভাষা পরিহার করিয়া একই প্রশ্ন ভিন্ন ভাষায় প্রণয়ন করা হইবে এবং ক্ষেত্র বিশেষ মূল পাঠ্য বইয়ের ভাষায় প্রশ্ন করা হইবে।

এদিকে দেশের ৫৯ জন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক চারটি ভাগে বিভক্ত হইয়া এস,এসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উহার কাঠামোগত দিক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংগে সম্পর্ক, প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধন নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ প্রশ্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রশ্নের মধ্যে যেন কোন রকম ছলচাতুরী না থাকে। প্রশ্নের একাধিক উত্তর হইতে পারে বা উত্তর সম্পর্কে সংশয় থাকিতে পারে এমন কোন প্রশ্ন করা যাইবে না। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। এমন কিছুসংখ্যক প্রশ্ন থাকিতে পারে যাহার উত্তর শুধু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই করিতে পারে।

পূর্ববর্তী বছরের ন্যূনতম শতকরা ১০ ভাগ এবং সর্বোচ্চ ২০ ভাগ প্রশ্নের আংশিক ভাষা পরিবর্তন করিয়া পুনরাবৃত্তি করা যাইবে।

প্রশ্ন ব্যাংকের প্রশ্ন মডেল হিসাবে ব্যবহার হইবে। তবে প্রশ্ন ব্যাংক হইতেও প্রশ্ন করা যাইতে পারে। শিক্ষাবিদদের ও শিক্ষা প্রশাসকদের বৈঠকের সিদ্ধান্তে আরও বলা হইয়াছে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ বিষয় শিক্ষক প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধক হইবে। আর যাহারা কোচিং সেন্টারের সংগে যুক্ত, যাহারা গৃহশিক্ষকতা করেন এবং যাহারা গাইড বইয়ের লেখক ও প্রকাশক তাহারা প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধক হইতে পারিবেন না। যে সকল শিক্ষকের সন্তান-সন্ততি বা নিকটাত্মীয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে তাহাদেরকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বা পরিশোধনের কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।